The Bangladesh Observer

তারিখ 30 AUG 1982 পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

দৈনিক ইত্তেফাক

নিহত ছাত্রদল নেতা শাহাবুদ্দীন - ইত্তেফাক

পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে

ছাত্রদল নেতা খুন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ৩য় বর্ষ যন্ত্র কৌশলের ছাত্র এবং ছাত্রদলের ইনষ্টিটিউট শাখার যুগ্ম আহবায়ক শাহাবুদ্দিনকে গতকাল (শনিবার) ভোরে ইনষ্টিটিউট ছাত্রাবাসে নির্মমভাবে খুন করা হইয়াছে। শাহাবুদ্দিন ইনষ্টিটিউটের লতিফ ছাত্রাবাসের ২০৯ কক্ষের আবাসিক ছাত্র। গতকাল ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঐ ছাত্রাবাসেরই ১০৫ নম্বর কক্ষে তাহার বুক এবং শরীরের পিছনের অংশ লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ও রাইফেলের গুলী বর্ষণ করা হয়। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ডাঃ প্রণব কুমার চক্রবর্তী জানাইয়াছেন, বন্দুকের ছররা গুলীতে শাহাবুদ্দিনের ফুসফুস ঝাঁজরা হইয়া গিয়াছিল। পিছনের অংশে রাইফেলের গুলী পাওয়া গিয়াছে। একই কক্ষে (১১ পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্রদল নেতা খুন

(প্রথম পৃঃ পর)

অবস্থানরত আবদুর রউফকে প্রহার করা হয়। তাহাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

গতকাল শাহাবুদ্দিন ও আবদুর রউফ লতিফ ছাত্রাবাসের ১০৫ নম্বর কক্ষে ঘুমন্ত ছিল। পুলিশ ছাত্রদলের ইনষ্টিটিউট শাখার কয়েকজন নেতা ও কর্মীর নাম উল্লেখ করিয়া জানায়, তাহারা ১০৫ নম্বর কক্ষে ঢুকিয়া ঘুমন্ত শাহাবুদ্দিনকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করে এবং আবদুর রউফকে প্রহার করে। পরে গুলীবিদ্ধ শাহাবুদ্দিনকে ৩ জন তরুণ একটি বেবীট্যাক্সীতে তুলিয়া নেয়। বেবীট্যাক্সীতেই তাহার পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয় বলিয়া আশংকা করা হইতেছে। কিছুদুর যাওয়ার পর ৩ তরুণ শাহাবুদ্দিনের লাশ বেবী ট্যাক্সীতে রাখিয়া নামিয়া যায়। এ অবস্থায় বেবীট্যাক্সী চালক লাশসহ বেবীট্যাক্সী লইয়া তেজগাঁও ফাঁড়িতে হাজির হয়। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তেজগাঁও থানায় মামলা হইয়াছে। তবে গতকাল রাত পর্যন্ত কেহ গ্রেফতার হয় নাই।

শাহাবুদ্দিন ইনষ্টিটিউটের আগন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভিপি প্রার্থী ছিল। ছাত্র দলের অন্তর্দ্বন্দ্বে খুন হয় বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। পরে পুলিশ ছাত্রাবাস হইতে তিনটি দা উদ্ধার করে। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ শরীফ মাহমুদ, মামুন ও শাখাওয়াত নামে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের তিনজন ছাত্রকে আটক করিয়াছে।